৭

সামাজিক প্রতিষ্ঠান– ধর্ম
Social Institutions-Religion

সমাজবিজ্ঞান ও নৃবিজ্ঞানে ধর্মকে একটি গুরত্বপূর্ণ বিষয় হিসেবে মনে করা হয় যার বিজ্ঞানসম্মত বিশ্লেষণ জরুরী। ধর্মের সুনির্দিষ্ট সংজ্ঞা প্রদানের প্রচেষ্টা দীর্ঘকাল ধরে চললেও এখনও তা সফল হয়নি। সমাজবিজ্ঞানী এমিল দুরক্যাঁ ধ্রুপদী সংজ্ঞানুযায়ী ধর্ম হচ্ছে পবিত্র বস্তুর সাথে যুক্ত বিশ্বাস এবং অনুশীলনের সামগ্রিক ব্যবস্থা যা বিশ্বাসীদের নিয়ে একটি নৈতিক সম্প্রদায় সৃষ্টি করে। সামাজিক বা সাংস্কৃতিক নৃবিজ্ঞানে ধর্মের উৎপত্তি সংক্রান্ত কয়েকটি তত্ত্ব রয়েছে। এগুলো হল- সর্বপ্রাণবাদ, প্রাক-সর্বপ্রাণবাদ, ক্রিয়াবাদ ও মার্কসীয় তত্ত্ব।

বৃটিস নৃবিজ্ঞানী জেমস ফ্রেজার মনে করেন-যাদু, ধর্ম ও বিজ্ঞান মানব চিন্তার বিবর্তনের তিনটি ধাপ। ঘটনাকে নিয়ন্ত্রণ করার লক্ষ্যে অথবা প্রাকৃতিক বা অতি-প্রাকৃত শক্তির উপর কর্তৃত্ব করার জন্য মায়া ও আকর্ষণ সৃস্টি এবং আচার-অনুষ্ঠানের বিদ্যাই হল যাদু। ধর্ম ও যাদু উভয়ের মধ্যে সাদৃশ্য থাকলেও বৈসাদৃশ্যও লক্ষ্যণীয়। এক্ষেত্রে বিজ্ঞান একটি ভিন্ন বিষয় যা প্রপঞ্চ বিশ্লেষণের একটি বিষয়মুখী, যুক্তিভিত্তিক এবং নিয়মাবদ্ধ পদ্ধতি। ধর্ম ও যাদু অতিপ্রাকৃত শক্তিকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হলেও, ধর্মে মানুষ আত্মসমর্পণ করে অতিপ্রাকৃত শক্তির কাছে, কিন্তু এই অতিপ্রাকৃত শক্তিকে যাদুতে ব্যক্তির অনুকূলে এনে ব্যবহার করা হয় স্বার্থসিদ্ধিতে।

সমাজ পরিবর্তনে ধর্মের ভূমিকা নিয়ে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গিতে আলোচনা করে থাকে ধর্মের সমাজবিজ্ঞান।এক্ষেত্রে ইউরোপে ধনতন্ত্রের বিকাশের কারণ খুঁজতে গিয়ে ম্যাক্স ভেবার প্রোটেস্ট্যান্ট ধর্মের কালভীনবাদের কতিপয় বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করেন। প্রোটেস্ট্যান্ট ও ক্যাথলিক ধর্মের স্বীকৃতি আসে ইউরোপে ধর্মসংস্কারের মধ্য দিয়ে এবং তার মধ্য দিয়ে শুরু হয় ধর্মনিরপেক্ষতার নীতি।

মানুষের বিশ্বাস, আচার-আচরণ, পারস্পরিক সম্পর্ক প্রভৃতিতে রয়েছে ধর্মের প্রভাব। সমাজ ও ব্যক্তি জীবন -এ দু'টি ক্ষেত্রেই ধর্মের ভূমিকা লক্ষ্যণীয়। ধর্ম শংকা ও দু:শ্চিন্তা থেকে মানুষকে দেয় মুক্তি, জীবন ও জগৎকে করে তোলে সুন্দর ও আনন্দময়। সমাজের সংহতিতে ধর্মের গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকাকে অস্বীকার করা যায় না। তাছাড়া সামাজিকীকরণ ও সমাজ নিয়ন্ত্রণের বাহন হিসাবেও ধর্মের বিশেষ ভূমিকা রয়েছে।

এ সকল বিষয় নিয়েই এই ইউনিটে আলোচনা করা হয়েছে।

এই ইউনিটের পাঠগুলো হচ্ছে:

- *পাঠ-১ : ধর্মের সংজ্ঞা, উৎপত্তি ও তত্ত্ব*
- *পাঠ-২ : যাদু, ধর্ম ও বিজ্ঞান*
- *পাঠ-৩ : ধর্ম ও সামাজিক পরিবর্তন*
- *পাঠ-৪ : সমাজ জীবনে ধর্মের ভূমিক*

পাঠ-১

ধর্মের সংজ্ঞা, উৎপত্তি ও তত্ত্ব
Definition, Origin and Theories of Religion

উদ্দেশ্য

এই পাঠটি পড়ে আপনি জানতে পারবেন:

- *ধর্মের ধারণা*
- *ধর্মের সংজ্ঞা*
- *ধর্মের উৎপত্তি সংক্রান্ত তত্ত্ব: সর্বপ্রাণবাদ, প্রাক-সর্বপ্রাণবাদ, ক্রিয়াবাদ ও মার্কসীয় তত্ত্ব*

ভূমিকা

সমাজবিজ্ঞান ধর্মের তুলনামূলক এবং মূল্যবোধ নিরপেক্ষ বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করে। ধর্ম সত্য না মিথ্যা এই বিবেচনায় সমাজবিজ্ঞান প্রবেশ করেনা। সমাজবিজ্ঞানীরা মনে করেন ধর্ম অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় যার বিজ্ঞানসম্মত বিশ্লেষণ জরুরী। নৃবিজ্ঞানীদের মতে ধর্মের সূচনা এবং বিকাশ কম-বেশি এক লক্ষ বছর আগে। এখনও ধর্ম আমাদের জীবনের সাথে গভীরভাবে সম্পৃক্ত।তবে আধুনিক যুগে ধর্ম ও রাষ্ট্রের অবিচ্ছিন্নতা ভেঙে পড়ছে এবং বেড়েছে সহনশীলতা। ধর্ম স্থান করে নিয়েছে ব্যক্তির জীবনে এবং মননে।

ধর্মের সংজ্ঞা

সমাজবিজ্ঞান এবং নৃবিজ্ঞানে ধর্মের একটি গ্রহণযোগ্য সংজ্ঞা দেওয়ার চেষ্টা চলছে দীর্ঘকাল থেকে। তা এখনও সফল হয়নি। ফরাসী সমাজবিজ্ঞানী এমিল দুরক্যাঁ Emile Durkheim - এর ধ্রুপদী সংজ্ঞা তাই এখনও প্রচলিত।

"ধর্ম হচ্ছে পবিত্র বস্তুর সাথে যুক্ত বিশ্বাস এবং অনুশীলনের সামগ্রিক ব্যবস্থা যা বিশ্বাসীদের নিয়ে একটি নৈতিক সম্প্রদায় সৃষ্টি করে।"

"A religion is a unified system of beliefs and practices relative to sacred things... beliefs and practices which unite into a single moral community .... all those who adhere to them."

এই সংজ্ঞায় পবিত্র বস্তুকে গ্রহণ করার কারণ হচ্ছে বৌদ্ধ বা কনফুসিয়ান ধর্মের মত কোন কোন ধর্মে ঈশ্বরের ধারণা নেই। দুরক্যাঁ তাঁর ধর্ম চিন্তায় পবিত্র Sacred এবং সাধারণ বা লোকজ Profane বস্তুর মধ্যে বিভাজন টেনেছেন। জীবনে যা কিছু গোষ্ঠীগতভাবে পবিত্র তাই ধর্ম। সংজ্ঞাটি বেশ ব্যাপক। পবিত্র শব্দটির সাথে অতিপ্রাকৃত যোগ করলে সংজ্ঞাটি আরো স্পষ্ট হবে।

ধর্মের উৎপত্তি

ধর্মের উৎপত্তি নিয়ে সাধারণত: চর্চা করে থাকে সাংস্কৃতিক বা সামাজিক নৃবিজ্ঞান। সাংস্কৃতিক বা সামাজিক নৃবিজ্ঞানে ধর্মের উৎপত্তি নিয়ে কয়েকটি তত্ত্ব প্রচলিত রয়েছে।

সর্বপ্রাণবাদ Animism

সর্বপ্রাণবাদের প্রবক্তা হচ্ছেন বৃটিশ নৃবিজ্ঞানের জনক ই.বি. টাইলর (১৮৩২-১৯১৭)। টাইলরের মতে ধর্মের উৎপত্তি হচ্ছে স্বপ্নের অভিজ্ঞতা এবং মৃত্যুর চেতনা থেকে। স্বপ্নের অভিজ্ঞতা থেকে মানুষ উপনীত হয় আত্মা বা প্রেতাত্মার ধারণায়। স্বপ্নের ভিতর দিয়ে মানুষ বিচরণ করে নানা কাল্পনিক এবং অলীক অবস্থায় যা আদিম মানুষের কাছে সত্য বলে মনে হয়। তাই তারা অন্য প্রাণী এবং এমনকি জড় বস্তুর উপর আরোপ করে প্রেতাত্মার ধারণা। মৃত্যুর পরে আত্মা প্রেতাত্মা বা মুক্ত আত্মায় রূপান্তরিত হয় এবং তারা কখনও অগোচরে মানুষের কাছে অথবা ভিন্ন কোন জগতে বাস করে। বিবর্তনবাদী টাইলর মনে করতেন সর্বপ্রাণবাদ থেকে বিবর্তনের ক্রমধারায় বিকাশ লাভ করেছে প্রকৃতি-পূজা এবং একেশ্বরবাদ। টাইলরের তত্ত্বের পেছনে কোন প্রমাণ নেই। তবে নৃবিজ্ঞানী রবার্ট লোঈর Robert Lowie মতে নৃবিজ্ঞানে ধর্মের উৎপত্তি সম্পর্কে এর চাইতে পরিমার্জিত কোন তত্ত্ব নেই।

প্রাক্-সর্বপ্রাণবাদ Animatism

প্রাক্-সর্বপ্রাণবাদের তত্ত্ব প্রদান করেন বৃটিশ নৃবিজ্ঞানী R.R. Marett (1866-1943)। নৃবিজ্ঞানী ম্যারেট মেলিনেশিয়ার ধর্ম বিশ্লেষণ করে দেখলেন আদিম মানুষ আত্মার বাইরেও কোন বিশেষ শক্তির ধারণা সৃষ্টি করতে পারে। মেলিনেশীয় ভাষায় এর নাম মানা Mana। এটি এমন একটি শক্তি যা মাথায় অবস্থিত বলে বিশ্বাস করা হয় এবং উঁচু সামাজিক এবং আচরণগত মর্যাদার সাথে যুক্ত। আচারের মাধ্যমে এই শক্তিকে অন্যের কাছে প্রদান করা যায়। ফলে ম্যারেট যুক্তি প্রদান করলেন আদিম মানুষ প্রথমে এই মানার ধারণায় উপনীত হয়েছিল। আত্মা বা প্রেতাত্মার ধারণা নয়, মানার ধারণা থেকেই ধর্মের সত্যিকার উৎপত্তি।

ক্রিয়াবাদী তত্ত্ব

ধর্মের ক্রিয়াবাদী তত্ত্ব প্রদান করেছেন ফরাসী সমাজবিজ্ঞানী এমিল দুরক্যাঁ। তাঁর মতে সমাজের সংহতি টিকিয়ে রাখার প্রয়োজনে ধর্মের সৃষ্টি। যে মূল্যবোধ এবং শ্রেয়োবোধের ভিত্তিতে যৌথ সামাজিক জীবন পরিচালিত হয় তার জন্য মহত্তর-স্বর্গীয়, পবিত্র বা অতিপ্রাকৃত উৎস প্রয়োজন। সমাজের মূল্যবোধগুলো যে সবাই গ্রহণ করে এবং মেনে চলে তার কারণ এর অতিপ্রাকৃত ভিত্তি রয়েছে। ফলে সমাজের সংহতির প্রয়োজনে মানুষের ধর্মকে নির্মাণ করতে হয়। আচার-অনুষ্ঠানের ভিতর দিয়ে ধর্ম মূর্ত হয়ে উঠে। এর মাধ্যমে মানুষের সাথে মানুষের সম্পর্ক এবং সংহতি গড়ে ওঠে। আদিম কৌমভিত্তিক জীবনে নানা ধরনের আচারের ভিতর দিয়ে ধর্মের উৎপত্তি। ধর্ম প্রধানত: চারটি ক্রিয়া Function সম্পাদন করে।

- ❒ শৃঙ্খলা বিধান
- ❒ পারস্পরিক সম্পর্ক শক্তিশালীকরণ
- ❒ সামাজিক ঐতিহ্য পুনরুৎপাদন

❐ প্রফুল্লতা সৃষ্টি

মার্কসীয় তত্ত্ব

কার্ল মার্কস্ -এর মতে ধর্ম একটি অলীক কল্পনা বা ভাবাদর্শ যা মালিক শ্রেণীর স্বার্থ সংরক্ষণ করে এবং সমাজের বিরাজমান অসমতাকে টিকিয়ে রাখতে সাহায্য করে। শোষিত মানুষদের জন্য ধর্ম নেশার মত কাজ করে। "It is the opium of the poor"। ধর্ম মানুষকে সত্যিকার মানবিক সত্ত্বা থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলে। ধর্ম মানুষের কল্পনা, অথচ সেই কল্পনাকেই সে মহাসত্য হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করে। বিরাজমান সমাজব্যবস্থা এবং বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির অভাবের কারণে সমাজে ধর্ম এত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে পড়ে। সমাজ প্রগতির প্রক্রিয়ায় ধর্মের প্রভাব ক্রমেই হ্রাস পাবে।

সারাংশ

সমাজবিজ্ঞানে ধর্ম একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যার সুনির্দিষ্ট সংজ্ঞা এখনও প্রতিষ্ঠিত হয়নি। সমাজবিজ্ঞানী ডুখীমের মতে ধর্ম হচ্ছে পবিত্র বস্তুর সাথে যুক্ত বিশ্বাস এবং অনুশীলনের সামগ্রিক ব্যবস্থা যা বিশ্বাসীদের নিয়ে একটি নৈতিক সম্প্রদায় সৃষ্টি করে। সাংস্কৃতিক বা সামাজিক নৃবিজ্ঞানে ধর্মের উৎপত্তি নিয়ে কয়েকটি তত্ত্ব প্রচলিত– সর্বপ্রাণবাদ Animism, প্রাক্-সর্বপ্রাণবাদ Animatism, ক্রিয়াবাদী তত্ত্ব ও মার্কসীয় তত্ত্ব।

সর্বপ্রাণবাদ Animism-এর প্রবক্তা নৃবিজ্ঞানী টাইলর স্বপ্নের অভিজ্ঞতা এবং মৃত্যুর চেতনা থেকে ধর্মের উদ্ভব বলে মনে করেন। বৃটিশ নৃবিজ্ঞানী ম্যারেট প্রদান করেন প্রাক-সর্বপ্রাণবাদ ধারণা যেখানে মানা Mana নামক একটি শক্তি থেকে ধর্মের উৎপত্তি।

ধর্মের ক্রিয়াবাদী তত্ত্বে এমিল দুরক্যাঁ সমাজের সংহতি টিকিয়ে রাখার জন্য ধর্মের সৃষ্টি বলে মতামত প্রদান করেন। ধর্মের মার্কসীয় তত্ত্ব ধর্মকে অলীক কল্পনা বা ভাবাদর্শ যা মালিক শ্রেণীর স্বার্থ সংরক্ষণ করতে এবং সমাজের বিরাজমান অসমতাকে টিকিয়ে রাখতে সাহায্য করে বলে মনে করে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক ($\surd$) চিহ্ন দিন

১. ধর্মের উৎপত্তি সংক্রান্ত সর্বপ্রাণবাদ Animism-এর প্রবক্তা কে?

ক. কার্ল মার্কস্ খ. ম্যাক্স ওয়েবার

গ. এমিল দুরক্যাঁ ঘ. ই.বি. টাইলর

২. "ধর্ম একটি অলীক কল্পনা বা ভাবাদর্শ যা মালিক শ্রেণীর স্বার্থ সংরক্ষণ করে"– উক্তিটি কোন তত্ত্বের সাথে সম্পর্কিত?

ক. মার্কসীয় তত্ত্ব খ. সর্বপ্রাণবাদ

গ. প্রাক্-সর্বপ্রাণ তত্ত্ব ঘ. ভেবারীয় তত্ত্ব

৩. ধর্ম নিচের কোন কাজটি সম্পাদন করে?

ক. শৃঙ্খলা বিধান ও সামাজিক ঐতিহ্য পুনরুৎপাদন

খ. প্রফুল্লতা সৃষ্টি

গ. পারস্পরিক সম্পর্ক শক্তিশালী

ঘ. উপরের সবগুলো

৪. ধর্মের ধ্রুপদী সংজ্ঞা প্রদান করেছেন কে?

ক. ট্যালকট পার্সনস্ খ. রবার্ট মার্টন

গ. এমিল দুরক্যাঁ ঘ. কার্ল পিয়ারসন

৫. 'মানা Mana ধর্মের কোন মতবাদের সাথে জড়িত?

ক. প্রাক্-সর্বপ্রাণবাদ খ. সর্বপ্রাণবাদ

গ. মার্কসীয় তত্ত্ব ঘ. ক্রিয়াবাদী তত্ত্ব

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. ধর্ম কি ?

২. মার্কসীয় তত্ত্ব অনুযায়ী ধর্ম বলতে কি বোঝানো হয়েছে ?

রচনামূলক প্রশ্ন

১. ধর্মের সংজ্ঞা দিন। ধর্মের উৎপত্তি সংক্রান্ত সর্বপ্রাণবাদ ও প্রাক্-সর্বপ্রাণবাদ তত্ত্ব আলোচনা করুন।

২. ক্রিয়াবাদী ও মার্কসীয় তত্ত্বের পরিপ্রেক্ষিতে ধর্মের উৎপত্তি বিশ্লেষণ করুন।

পাঠ-২

যাদু, ধর্ম ও বিজ্ঞান
Magic, Religion and Science

উদ্দেশ্য

এই পাঠটি পড়ে আপনি জানতে পারবেন:

- *যাদুর ধারণা*
- *যাদুর সংজ্ঞা*
- *ধর্ম ও যাদুর মধ্যে সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য*
- *ধর্ম ও বিজ্ঞান*

ভূমিকা

বৃটিশ নৃবিজ্ঞানী জেমস ফ্রেজার (১৮৫৪-১৯৪১) মনে করতেন যাদু, ধর্ম ও বিজ্ঞান মানুষের চিন্তার বিবর্তনের তিনটি ধাপ। অসহায় আদিম মানুষের প্রকৃতির উপর প্রভূত্ব করার প্রয়োজন থেকে যাদুর উদ্ভব। এরই চরম উৎকর্ষ ঘটেছে বিজ্ঞানের মধ্যে। ফ্রেজারের তত্ত্ব অনেক বছর আগে বাতিল হয়ে গেলেও, এ তিনটি বিষয়ের উপর তুলনামূলক আলোচনাকে একেবারে বাদ দেওয়া যায় না। বিশেষ করে উন্নয়নশীল দেশে ধর্ম ও বিজ্ঞানের পারস্পরিক সম্পর্ক নিয়ে এখনও যথেষ্ট বিতর্ক রয়েছে।

যাদু

যাদু বলতে বোঝায়–

"ঘটনাকে নিয়ন্ত্রণ করার লক্ষ্যে অথবা প্রাকৃতিক বা অতিপ্রাকৃতিক শক্তির উপর কর্তৃত্ব করার জন্য মায়া ও আকর্ষণ সৃষ্টি এবং আচার-অনুষ্ঠানের বিদ্যা।"

"The art of performing charms, skills, and rituals, to seek to control events or govern certain natural or supernatural forces." (Oxford Concise Dictionary of Sociology, 1996)

ধর্ম ও যাদু উভয়ই অতিপ্রাকৃত শক্তিতে বিশ্বাসের দু'টি বাহ্যিক রূপ। ধর্মে মানুষ অতিপ্রাকৃত শক্তির প্রতি বিনত। অতিপ্রাকৃত শক্তির সাথে আত্মিক যোগাযোগ সৃষ্টি তার উদ্দেশ্য। যাদুর

মধ্যে নিজের উদ্দেশ্য সাধনের জন্য সে অতিপ্রাকৃত শক্তিকে বশ অথবা নিয়ন্ত্রিত করতে চেষ্টা করে। যাদু সব সময় ব্যক্তিকেন্দ্রিক। সব ধর্মেই যাদুর উপস্থিতি বাস্তবে লক্ষ্য করা যায়। যাদুর উপর প্রথম গবেষণা পরিচালনা করেছিলেন ই.বি. টাইলর। যাদুকে তিনি দেখেছিলেন বর্বর মানুষের 'কুসংস্কার' হিসাবে। জে.জি. ফ্রেজার তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ 'The Golden Bough' (1890) এর দুটি খন্ডে বিভিন্ন সমাজের যাদুর নজীর বিধৃত এবং বিশ্লেষণ করেছেন। ফ্রেজার মনে করতেন মানবচিন্তার বিবর্তনের তিনটি ধাপের প্রথমটি হচ্ছে যাদু, দ্বিতীয়টি ধর্ম এবং তৃতীয়টি বিজ্ঞান। বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে বিবর্তনবাদী তত্ত্ব ভুল প্রমাণিত হতে থাকলে, প্রত্যেক সমাজের যাদুকে ঐ সমাজের ভাষার মত একটি বিশেষ ব্যবস্থা হিসাবে চিন্তা করা হয়।

যাদুর তিনটি রূপ চিহ্নিত করা যায়। প্রথমটি হচ্ছে মঙ্গলজনক যাদু। এর উদাহরণ হচ্ছে পলিনেশিয়ার দ্বীপবাসীরা যখন মাছ ধরার জন্য বিপদজনক সমুদ্রযাত্রায় বের হয় তখন তারা 'নৌকা যাদু' Canoe magic ব্যবহার করে যাতে তারা নিরাপদে ফিরে আসতে পারে। দ্বিতীয় রূপ হচ্ছে মায়া বা স্যরস্রি Sorcery যা অশুভ উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয়। এর উদ্দেশ্য হচ্ছে অন্যের ক্ষতি করা। ডাকিনি বিদ্যা Witchcraft বলতে বোঝায় অপ- আত্মার সাথে মিলিত হয়ে অতিপ্রাকৃত শক্তি অর্জন করে অন্যের ক্ষতি সাধন।

দক্ষিণ সুদানের আজান্দে উপজাতির মধ্যে মঙ্গলজনক যাদুকে দেখা হয় নৈতিক বিষয় হিসাবে। এদের মধ্যে প্রচলিত ডাকিনি বিদ্যার অতিপ্রাকৃত শক্তি বাস করে সাধারণ মানুষের অন্ত্রে এবং রাতে বের হয়ে তারা মানুষের ক্ষতি করে। মায়াবিদ্যার অধিকারী হচ্ছে অভিজাত মানুষ এবং এটি ডাকিনীবিদ্যার চেয়ে মারাত্মক।

ধর্ম ও যাদু

ধর্ম ও যাদুর মধ্যে কিছু মিল এবং পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। ধর্ম এবং যাদু অতিপ্রাকৃত শক্তিকে কেন্দ্র করে আবর্তিত। নৃবিজ্ঞানী হোবেল এবং উইভার এর ভাষায়– "অতিপ্রাকৃতের সাথে সম্পর্কিত হবার মৌলিক কৌশল দু'টি-প্রার্থনা এবং যাদু।"

"Prayer and magic are the two basic techniques of dealing with the super-natural" (E.Adamson Hoebel and Thomas Weaver).

সমাজবিজ্ঞানী ভেবারের মতে প্রোটেস্ট্যান্ট ধর্ম-ভিন্ন প্রতিটি ধর্মে যাদু ওতপ্রোতভাবে যুক্ত।

- ধর্ম ও যাদুর মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রভেদ হচ্ছে ধর্মে মানুষ অতিপ্রাকৃত শক্তির কাছে আত্মসমর্পন করে তার সাথে আত্মিক সম্পর্ক সৃষ্টি করে। যাদুতে অতিপ্রাকৃত শক্তিকে ব্যক্তির অনুকূলে এনে তার স্বার্থসিদ্ধির জন্য ব্যবহার করা হয়।
- ধর্ম সামাজিক এবং গোষ্ঠীবদ্ধ জীবনের সাথে সম্পৃক্ত, অন্যদিকে যাদুবিদ্যা ব্যক্তিকেন্দ্রিক।
- প্রত্যেক ধর্মে জীবন, জগৎ এবং পরকাল নিয়ে কিছু গভীর চিন্তা স্থান পায়। যাদুবিদ্যা বিশেষ এবং সীমিত উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত একটি কৌশল যার মধ্যে কিছু উচ্চারণ, কোন আচার এবং কিছু নির্দিষ্ট কর্মকান্ড যুক্ত থাকে।

ধর্ম এবং বিজ্ঞান

বাস্তবতার ধারণা আমরা চারভাগে লাভ করে থাকি– বিশ্বাস, সাধারণ জ্ঞান বা উপলব্ধি, যুক্তি এবং ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বাস্তব জগতের উপাত্ত। বিজ্ঞান বিশ্বাস বা সাধারণ জ্ঞান থেকে ভিন্ন। ইংরেজি Science শব্দটি এসেছে লাতিন মূল Scire থেকে যার অর্থ জানা। লাসট্রুসির মতে বিজ্ঞান হচ্ছে "----- প্রপঞ্চ বিশ্লেষণের একটি বিষয়মুখী, যুক্তিভিত্তিক এবং নিয়মাবদ্ধ পদ্ধতি যা নির্ভরযোগ্য জ্ঞান সঞ্চয় করার সুযোগ তৈরি করে দেয়।" বিজ্ঞান মনে করে মানব মনের বাইরে একটি জগৎ রয়েছে যার সম্পর্কে সংশয়বিহীন জ্ঞান অর্জন সম্ভব। এর জন্য বিজ্ঞানকে কিছু শর্ত মেনে নিতে হয়।

- বিজ্ঞান তার গবেষণা এবং চর্চার বিষয়বস্তু হিসাবে বেছে নেয় এমন সব বিষয় যা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য।
- বিজ্ঞানকে হতে হয় বিষয়মুখী। ব্যক্তির নিজস্ব বিশ্বাস, ধ্যান-ধারনা, মতামত যেন উপাত্ত সংগ্রহ বা বিশ্লেষণে কোন প্রভাব সৃষ্টি করতে না পারে। যে কোন ব্যক্তি যেন একই পদ্ধতি ব্যবহার করে একই সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে পারে।
- বিজ্ঞানের সমস্ত ভাবনা এবং তত্ত্ব যুক্তিনির্ভর। এখানে আবেগের কোন স্থান নেই, নৈতিক দৃষ্টিভঙ্গীর ব্যবহার নেই এবং নান্দনিকতার কোন প্রসঙ্গ নেই।
- বিজ্ঞান তত্ত্বকে এমনভাবে প্রকাশ বা উপস্থাপন করে তা যেন মিথ্যা প্রতিপন্ন করা যায়। বিজ্ঞান সবসময় সংশয়কে উৎসাহিত করে। বিজ্ঞানে তাই ক্রমাগত তত্ত্বের মৃত্যু ঘটে। পুরানো তত্ত্ব পরিমার্জিত হয় অথবা পুরানো তত্ত্বের বদলে নতুন তত্ত্ব নির্মিত হয়।
- বিজ্ঞানে জ্ঞান তাই ক্রম-প্রসারমান। বিজ্ঞান অজানাকে ক্রমাগত জানার চেষ্টা করে যায়।

বিজ্ঞানের এই ধারণা থেকে আমরা সুস্পষ্টভাবে বুঝতে পারি ধর্ম ও বিজ্ঞান দুটি ভিন্ন বিষয়। ধর্ম হচ্ছে বিশ্বাসভিত্তিক। অতিপ্রাকৃত উৎস হতে যে জ্ঞান সৃষ্টি হয় যা শাশ্বত এবং বলতে গেলে অপরিবর্তনীয় (বিশ্বাসীদের দৃষ্টিতে) তাই হচ্ছে ধর্ম। ধর্ম জীবনযাত্রার নকশা তুলে ধরে। ধর্মের সাথে আবেগযুক্ত; ধর্মের সাথে যুক্ত নৈতিকতা এবং নান্দনিকতা। ধর্ম অনুসন্ধান করে পরম প্রশ্নের উত্তর যা বিজ্ঞানের জন্য অজ্ঞেয়। ধর্ম বিশ্বাস ও আবেগভিত্তিক, বিজ্ঞান যুক্তি ও প্রমাণভিত্তিক। দু'য়ের জ্ঞানের ভিত্তি ও ধরন আলাদা।

সারাংশ

যাদু, ধর্ম ও বিজ্ঞান– এ তিনটি জেমস ফ্রেজারের মতানুযায়ী মানুষের চিন্তার বিবর্তনের তিনটি ধাপ। ধর্ম ও যাদু উভয়ই অতিপ্রাকৃত শক্তিতে বিশ্বাসের দু'টি বাহ্যিক রূপ। যাদুর মধ্যে নিজের উদ্দেশ্য সাধনের জন্য মানুষ অতিপ্রাকৃত শক্তিকে বশ অথবা নিয়ন্ত্রিত করার চেষ্টা করে। যাদুর তিনটি রূপ লক্ষ্যণীয়। এগুলো হচ্ছে মঙ্গলজনক যাদু, মায়া এবং ডাকিনীবিদ্যা।

ধর্ম ও যাদু– উভয়ের মধ্যেই সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য রয়েছে। উভয়ই অতিপ্রাকৃত শক্তিকে কেন্দ্র করে আবর্তিত। তবে ধর্মে মানুষ অতিপ্রাকৃত শক্তির কাছে আত্মসমর্পন করে তার সাথে আত্মিক সম্পর্ক গড়ে তোলে। পক্ষান্তরে, যাদুতে অতিপ্রাকৃত শক্তিকে ব্যক্তির অনুকূলে এনে তার স্বার্থসিদ্ধির জন্য ব্যবহার করা হয়।

বিজ্ঞান হচ্ছে প্রপঞ্চ বিশ্লেষণের একটি বিষয়মুখী, যুক্তিভিত্তিক এবং নিয়মাবদ্ধ পদ্ধতি যা নির্ভরযোগ্য জ্ঞান সঞ্চয় করার সুযোগ তৈরি করে দেয়। এখানে আবেগের কোন স্থান নেই এবং নৈতিক দৃষ্টিভঙ্গীর কোন ব্যবহার নেই। ধর্ম ও বিজ্ঞান দুটি ভিন্ন বিষয় এবং এদের জ্ঞানের ভিত্তি ও ধরন আলাদা। কেননা ধর্মের সাথে আবেগযুক্ত, যুক্ত নৈতিকতা এবং নান্দনিকতা।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১. অতিপ্রাকৃত শক্তিতে বিশ্বাসের বাহ্যিক রূপ কোনটি?

ক. ধর্ম খ. যাদু

গ. বিজ্ঞান ঘ. ধর্ম ও যাদু

২. যাদুকে বর্বর মানুষের কুসংস্কার হিসাবে কোন নৃবিজ্ঞানী দেখেছেন?

ক. ই.বি. টাইলর খ. জেমস ফ্রেজার

গ. হোবেল ঘ. ম্যারেট

৩. ইংরেজি 'Science' শব্দটি এসেছে কোন ভাষা থেকে?

ক. লাতিন খ. গ্রীক

গ. রোমান ঘ. ফরাসী

৪. নিচের কোনটির সমস্ত ভাবনা এবং তত্ত্ব যুক্তিনির্ভর?

ক. ধর্ম খ. যাদু

গ. বিজ্ঞান ঘ. ধর্ম ও বিজ্ঞান

৫. নৃবিজ্ঞানী হোবেল ও ওয়েবার এর ভাষায় "অতিপ্রাকৃতের সাথে সম্পর্কিত হবার মৌলিক কৌশল---"

ক. ১টি খ. ২টি

গ. ৩টি ঘ. ৪টি

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. যাদু বলতে কি বোঝায় ?

২. ধর্ম ও বিজ্ঞানের বৈসাদৃশ্যগুলো উল্লেখ করুন।

রচনামূলক প্রশ্ন

১. "যাদু, ধর্ম ও বিজ্ঞান মানব চিন্তার বিবর্তনের তিনটি ধাপ।" উক্তিটি ব্যাখ্যা করুন।

২. যাদু ও ধর্মের সংজ্ঞাসহ সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য আলোচনা করুন।

পাঠ-৩

ধর্ম ও সামাজিক পরিবর্তন
Religion and Social Change

উদ্দেশ্য

এই পাঠটি পড়ে আপনি জানতে পারবেন:

- *ধর্ম ও ধনতন্ত্রের বিকাশ*
- *ধর্ম সংস্কার*
- *সেক্যুলারাইজেশন*
- *পুনর্জাগরণবাদ*

ভূমিকা

ধর্ম কি সমাজ পরিবর্তনে বাঁধা দেয়, না সাহায্য করে এ নিয়ে তর্ক রয়েছে। সমাজ পরিবর্তনের ফলে ধর্ম কি বদলে যায়? এ প্রশ্নের যে কোন সহজ উত্তর আছে তা নয়। বিষয়টি খুব জটিল। ধর্মের সমাজবিজ্ঞান বিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ থেকে নানাভাবে বিষয়টির উপর আলোকপাতের চেষ্টা করেছে। এর মধ্যে দুটি বিষয় বিশেষ গুরুত্ব লাভ করেছে। আধুনিক সমাজের ধর্ম কি দুর্বল হয়ে আসছে? অনেক সমাজে ধর্ম কেন নতুনভাবে শক্তি সঞ্চার করছে? দুটি ক্ষেত্রেই জার্মান সমাজবিজ্ঞানী ম্যাক্স ভেবার (১৮৬৪-১৯২০) গুরুত্বপূর্ণ তত্ত্ব বা অর্ন্তদৃষ্টি তুলে ধরেছেন।

ধর্ম ও ধনতন্ত্রের বিকাশ

ম্যাক্স ভেবার ইউরোপে ধনতন্ত্রের বিকাশের কারণ খুঁজতে যেয়ে একটি গুরুত্বপূর্ণ তত্ত্ব নির্মাণ করলেন যার সাহায্যে তিনি দেখালেন যে ইউরোপে ধনতন্ত্র বা শিল্প সমাজ উদ্ভবের কারণ হচ্ছে খ্রীষ্টান ধর্মের একটি শাখা-প্রোটেস্ট্যান্ট ধর্ম।

প্রোটেস্ট্যান্ট ধর্ম–বিশেষ করে যাজক কালভীনের অনুসারীদের সমন্বয়ে গঠিত কালভীনবাদ নামে পরিচিত এ শাখাটি কিছু অভিনব বৈশিষ্ট্যের অধিকারী ছিল যা পৃথিবীর অন্য কোন ধর্মে লক্ষ্য করা যায় না। এসব বৈশিষ্ট্যের মধ্যে ছিল–

- ঈশ্বর সর্বশক্তিমান, অজ্ঞেয় এবং সুদূরবর্তী। মানুষের পক্ষে তাঁর নিকটবর্তী হওয়া সম্ভব নয়।
- মানুষের নিয়তি পূর্ব-নির্ধারিত। ঈশ্বর সৃষ্টির পূর্বেই পরকালে আত্মার অবস্থান নির্ধারিত করে রেখেছেন। মানুষ মৃত্যুর পর স্বর্গ না নরকে যাবে তা সম্পূর্ণ ঈশ্বরের ইচ্ছাধীন এবং তাঁর দ্বারা পূর্ব-নির্ধারিত। ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান পালন বা যাদু আত্মার কল্যাণের জন্য কোন কিছুই করতে পারে না।

- ঈশ্বর প্রতিটি মানুষকে এক একটি কাজ বা পেশার জন্য সৃষ্টি করেছেন। প্রতিটি পেশাই ঈশ্বরের দৃষ্টিতে সমান গুরুত্বপূর্ণ। কোন পেশাই মর্যাদাহানিকর নয়। বরং মানুষের পেশার সাফল্য অর্জন ঈশ্বরের করুণার চিহ্ন হিসাবে বিবেচিত হতে পারে। যে ঈশ্বরের করুণা লাভ করে তার আত্মাই স্বর্গে প্রবেশ করতে পারবে। এই ধর্মীয় নীতির ফলে ধর্ম ও জীবন থেকে যাদু অপসৃত হল। ঈশ্বর বা অতিপ্রাকৃতকে প্রভাবিত করার কোন মাধ্যম থাকলো না। থাকলো না কোন যাজক, কোন সেইন্ট বা কোন ধর্মীয় প্রতিনিধির ভূমিকা। আত্মার কল্যাণের জন্য সহায়ক না হওয়ায় ধর্মীয় আচারের গুরুত্ব কমে গেল। পরকাল নয়, ইহকাল হয়ে পড়ল মানুষের কাছে সবচেয়ে গুরুত্বপুর্ণ। প্রোটেস্ট্যান্ট ধর্ম উৎসাহিত করল মানুষকে যুক্তিবদ্ধ জীবন যাপন করতে। যাজকরা মঠের শৃঙ্খলাকে প্রতিষ্ঠা করতে চাইলেন সমাজ জীবনে। একেই ভেবার বলেছেন জীবনের যুক্তিবদ্ধকরণ rationalization।

ধর্ম সংস্কার Reformation

১৫১৭ সালের জার্মানীর একজন যাজক মার্টিন লুথার (১৪৮৩–১৫৪৬) বিটেনবার্গের গীর্জার দরজায় এঁটে দিলেন তাঁর ৯৫টি প্রস্তাব। এই ঘটনা থেকে জন্ম নিল সংস্কার Reformation আন্দোলন। মার্টিন লুথার তাঁর প্রস্তাবে রোমান ক্যাথলিক গীর্জার এবং পোপের তীব্র সমালোচনা করেছিলেন। ফলে পোপ তাঁকে বিধার্মিক বলে ঘোষণা করলেন। এ সময়ে জার্মানীর কোন কোন রাজা তাঁকে আশ্রয় দিলেন। ১৫৪১ সালে জন ক্যালভিন সুইজারল্যান্ডে প্রেসবাইটেরিয়ান গীর্জা প্রতিষ্ঠা করলেন যা পরবর্তীকালে স্কটল্যান্ড, ইংল্যান্ড এবং উত্তর আমেরিকাসহ অন্যান্য জায়গায় ছড়িয়ে পড়ে। ১৬১৮ সালে বোহেমিয়ায় চেক অভিজাত নেতারা ক্যাথলিক রাজার শাসনে অতিষ্ঠ হয়ে তাঁর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করলে প্রোটেস্ট্যান্ট এবং ক্যাথলিকদের সমর্থনকারী রাজাদের মধ্যে এক ভয়াবহ যুদ্ধ শুরু হয় যা ত্রিশ বছরের যুদ্ধ (১৬১৮–১৬৪৮) নামে পরিচিত। পরবর্তীকালে যদিও এটি শুধু ধর্মকেন্দ্রিক যুদ্ধ থাকেনি, তবুও ইউরোপে এর ফলাফল হয়েছিল ভয়াবহ। এই যুদ্ধের অবসানে প্রোটেস্ট্যান্ট এবং ক্যাথলিক দুটি ধর্মকে স্বীকার করে নেওয়া হয়। রক্তাক্ত অভিজ্ঞতার ভিতর থেকে ইউরোপে ধর্ম নিরপেক্ষতার নীতি গ্রহণ করতে শুরু করে।

সেক্যুলারাইজেশন Secularization

সেক্যুলার শব্দটির অর্থ হচ্ছে ধর্ম ও রাষ্ট্রের ভিন্নতা। এটি ইংল্যান্ডে ঘটেছিল ১৫৩৩ সালে যখন রাজা অষ্টম হেনরী রোমের পোপের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে ইংল্যান্ডের গীর্জার প্রধান হিসাবে নিজেকে ঘোষণা করেন। মূলতঃ জাতীয়তাবাদী চেতনার বিকাশ ঘটার পরিপ্রেক্ষিতেই ইউরোপে ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র বিকাশ লাভ করেছিল। ক্যাথলিক দেশ ফ্রান্সও এক্ষেত্রে গুরুত্বপুর্ণ অবদান রেখেছিল।

ইংরেজি Secularization প্রত্যয়টি একটি ভিন্ন অর্থ বহন করে। রেনেসাঁর মানবতাবাদী চিন্তা, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির বিকাশ, নগরায়ন ও শিল্পায়নের ফলে ইউরোপে এবং উত্তর আমেরিকার সমাজ জীবনে ধর্মের প্রভাব ক্রমেই হ্রাস পেয়েছে। ধর্মবিশ্বাস ও আচরণের দুটি ক্ষেত্রে এটি লক্ষণীয়।

অপার্থিব জগৎ থেকে পার্থিব জগতে ধাবিত হবার যে আন্দোলন সমাজে ঘটেছিল তাই সেক্যুলারিজম। মধ্যযুগে ধার্মিক ব্যক্তিগণের মধ্যে মানবিক কর্মকান্ড এবং স্রষ্টা ও পরকালের সঙ্গে মধ্যস্থতা স্থাপনের দৃঢ় প্রবণতা লক্ষ্যণীয়। মধ্যযুগীয় এই প্রবণতার ফলশ্রুতিতে রেনেসাঁকালে সেক্যুলারিজম মানবতাবাদের বিকাশকে প্রকাশ করে। তখন মানুষ এই পৃথিবীতে মানবীয় সাংস্কৃতিক অর্জন এবং তার পরিপূর্ণতার সম্ভাবনার উপর নজর দিতে অধিক আগ্রহ দেখায়। আধুনিক ইতিহাসের সামগ্রিক ক্ষেত্রে সেক্যুলারিজমের এ আন্দোলন গতি লাভ করে এবং প্রায়শই খ্রীষ্টিয় ধর্ম এবং ধর্মের বিরুদ্ধাচরণ বলে মতামত প্রদান করা হয়। যাহোক, বিংশ শতকের অর্ধভাগের পর ধর্মতত্ত্ববিদগণের একটি সংখ্যা সেক্যুলার খ্রীষ্টানোচিত গুণ যুক্তিদ্বারা পক্ষ সমর্থন করেন। তারা প্রস্তাব করেন– খ্রীষ্টিয় ধর্ম, কেবল পবিত্র ও অপার্থিব জগৎ নিয়েই সম্পর্কিত নয়, পক্ষান্তরে মানুষের সেক্যুলার জগতে সুযোগ খুঁজে খ্রীষ্ট ধর্মীয় মূল্যবোধকে উন্নয়ন করা উচিত।

পুনর্জাগরণবাদ Revivalism

ধর্মীয় পুনর্জাগরণবাদ এক ধরনের সামাজিক আন্দোলন যার মাধ্যমে কোন ধর্মের প্রতি ব্যাপকতর আবেগাশ্রিত আনুগত্য প্রকাশ করা হয় বা নতুন নতুন ধর্মমত Cult প্রতিষ্ঠিত করা হয়। ধর্মীয় পুনর্জাগরণবাদ সেক্যুলারাইজেশন এর বিপরীত প্রক্রিয়া। মৌলবাদ এমন একটি উদাহরণ যা ১৯২০ সালের পর থেকে প্রথমে প্রোটেস্ট্যান্ট ধর্মের ক্ষেত্রে ব্যবহার হয়েছিল এবং এখন ইসলামের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়।

সারাংশ

সমাজ পরিবর্তনে ধর্মের ভূমিকা নিয়ে বিতর্ক রয়েছে। তবে ধর্মের সমাজবিজ্ঞান বিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ থেকে এ বিষয়টি নিয়ে আলোকসম্পাত করে। জার্মান সমাজবিজ্ঞানী ম্যাক্স ভেবার এক্ষেত্রে গুরুত্বপুর্ণ তত্ত্ব উত্থাপন করেন ইউরোপে ধনতন্ত্র বিকাশের কারণ খুঁজতে গিয়ে। প্রোটেস্ট্যান্ট ধর্মের কালভীনবাদের কিছু বৈশিষ্ট্য যেমন– মানুষের পক্ষে ঈশ্বরের নিকটবর্তী হওয়া অসম্ভব, নিয়তি পূর্ব-নির্ধারিত, প্রতিটি পেশাই ঈশ্বরের দৃষ্টিতে সমান মর্যাদাপূর্ণ ইত্যাদির কারণে প্রোটেস্ট্যান্ট ধর্ম উৎসাহিত করল মানুষকে যুক্তিবদ্ধ জীবনযাপন করতে।

ইউরোপে ধর্মের সংস্কার শুরু হয় যাজক মার্টিন লুথারের প্রচেষ্টার ফলশ্রুতিতে। ত্রিশ বছরের যুদ্ধ (১৬১৮–১৬৪৮)-ও সংঘটিত হয় ধর্মের সংস্কার নিয়ে যার অবসানে স্বীকার করে নেওয়া হয়, প্রোটেস্ট্যান্ট ও ক্যাথলিক নামে দু'টো ধর্মকে। শুরু হয় ইউরোপে ধর্ম নিরপেক্ষতার নীতি। অপার্থিব জগৎ থেকে পার্থিব জগতে ধাবিত হবার আন্দোলনের ফলাফলই হল সেক্যুলারিজম যা মানবতাবাদের বিকাশকে করে প্রকাশ এবং মানবীয় সাংস্কৃতিক আইন ও পরিপূর্ণতার সম্ভাবনার উপর নজর রাখে। অপরদিকে আধুনিক সমাজে ধর্মীয় পুনর্জাগরণবাদও লক্ষণীয় যা সেক্যুলারাইজেশনের বিপরীত প্রক্রিয়া।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক ($\surd$) চিহ্ন দিন

১. "ঈশ্বর সর্বশক্তিমান, অজ্ঞেয় এবং সুদূরবর্তী" এবং "মানুষের নিয়তি পূর্ব–নির্ধারিত"– এ বৈশিষ্ট্যদ্বয় কোন ধর্মে লক্ষ্যণীয়?

ক. রোমান ক্যাথলিক　　খ. প্রোটেস্ট্যান্ট

গ. ইহুদী　　ঘ. ইসলাম

২. 'সেক্যুলার Secular' শব্দটির অর্থ কি?

ক. বস্তুনিরপেক্ষতা　　খ. ধর্ম ও রাষ্ট্রের ভিন্নতা

গ. ধর্মের ভিন্নতা　　ঘ. রাষ্ট্র ও জনগণের বিচক্ষণতা

৩. ইউরোপে ধনতন্ত্রের সাথে ধর্মের সম্পর্ক খুঁজতে গিয়ে কে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন?

ক. কার্ল মার্কস্　　খ. অগুস্ত্ কঁৎ

গ. এমিল দুরক্যাঁ　　ঘ. ম্যাক্স ভেবার

৪. ধর্মীয় পুনর্জাগরণবাদ নিচের কোনটির বিপরীত প্রক্রিয়া?

ক. ধর্ম সংস্কার　　খ. সেক্যুলারাইজেশন

গ. জীবনের যুক্তিবদ্ধকরণ　　ঘ. রিভাইভালিজম

৫. ধর্ম সংস্কারের সাথে সম্পর্কিত 'ত্রিশ বছরের যুদ্ধ' নিচের কোন সময়কালে সংঘটিত হয়েছিল?

ক. ১৫৫০-১৫৭০　　খ. ১৫৭১-১৬১৭

গ. ১৬১৮-১৬৪৮　　ঘ. ১৬৪৯-১৬৮০

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. কালভীনবাদের বৈশিষ্ট্যগুলো কি ?

২. ধর্মীয় পুনর্জাগরণবাদ কি ?

রচনামূলক প্রশ্ন

১. ধনতন্ত্রের বিকাশে ধর্মের ভুমিকা কি? ভেবারীয় দৃষ্টিভঙ্গিতে আলোচনা করুন।

২. ধর্ম সংস্কার, সেক্যুলারাইজেশন ও পুনর্জাগরণবাদ বলতে কি বোঝেন? ব্যাখ্যা করুন।

পাঠ-৪

সমাজ জীবনে ধর্মের ভূমিকা
Role of Religion in Social Life

উদ্দেশ্য

এই পাঠটি পড়ে আপনি জানতে পারবেন:

- *ব্যক্তি ও সমাজ জীবনে ধর্মের ভূমিকা*
- *সামাজিক নিয়ন্ত্রণের বাহন হিসাবে ধর্ম*
- *ধর্মের নেতিবাচক ভূমিকা*

ভূমিকা

প্রতিটি সমাজে ধর্ম কম-বেশি ক্রিয়াশীল। ধর্ম মানুষের বিশ্বাসে, আবেগে ও আচরণে, মানুষের পারস্পরিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে, আচার-অনুষ্ঠানে, বিশেষ বিশেষ প্রতিষ্ঠানের উপর প্রভাব সৃষ্টি করে। আদিম মানুষের জীবন ছিল ধর্মের আচ্ছাদনে ঢাকা। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ধর্মগুলো এখনও সমাজ জীবনে প্রচন্ডভাবে প্রভাব সৃষ্টি করে আছে। ধর্মের ইতিবাচক ভূমিকার পাশাপাশি কিছু নেতিবাচক দিকও আছে বলে সমাজবিজ্ঞানীরা মনে করেন।

সমাজ জীবনে ধর্মের ভূমিকাকে দু'টি পর্যায়ে দেখা যায়– ব্যক্তি এবং সমাজ। ব্যক্তির পর্যায়ে ধর্মের বেশ কয়েকটি গুরুত্বপুর্ণ ভূমিকা রয়েছে।

- ব্যক্তির জীবনে নানা শঙ্কা এবং দুঃশ্চিন্তা কাজ করে– দুর্ঘটনা, ব্যাধি, মৃত্যুর ভীতি মানুষকে বিপন্ন করে রাখে। ধর্ম মানুষকে এই শঙ্কা এবং দুঃশ্চিন্তা থেকে মুক্তি দিতে সাহায্য করে। অতিপ্রাকৃত শক্তির বিশ্বাস মানুষকে আশ্বস্ত করে, তাকে পরকালে ভিন্ন জীবনের আশ্বাস দেয়।
- ধর্ম জগৎ এবং জীবনের একটি তাৎপর্যপূর্ণ সমগ্র হিসাবে তুলে ধরে। প্রকৃতি এবং প্রাণের উৎস সম্পর্কে সামগ্রিক আখ্যান সৃষ্টি করে যা জগতের সব কিছুর অবস্থান এবং ভূমিকা নির্দেশ করে। ধর্ম জবাব দেয় মানুষের পরম প্রশ্নের– কেন সে বিশ্বে এল, কোথায় সে যাবে।
- ধর্ম অনেক সময় ব্যক্তির মধ্যে অভূতপূর্ব আনন্দ এবং আত্ম-অতিক্রমণের অনুভূতি সৃষ্টি করে। দৈনন্দিন জীবনে আবেগের প্রকাশ সীমাবদ্ধ। কিন্তু মানুষ যখন অতিপ্রাকৃতের সাথে যুক্ত হয় তখন তার আবেগ হয়ে পড়ে বাঁধনহারা।
- সমাজের সংহতিতে ধর্ম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। সমাজবিজ্ঞানী এমিল দুরক্যাঁ তাঁর গুরুত্বপূর্ণ গবেষণায় দেখিয়েছিলেন ধর্মের আচার এবং অনুষ্ঠান কিভাবে সমাজে সংহতি সৃষ্টি করে এবং টিকিয়ে রাখে। দুরক্যাঁ -এর যুক্তি ছিল ধর্ম ব্যতীত সমাজের অস্তিত্ব সম্ভব নয়। কেননা অতিপ্রাকৃত উৎস না থাকলে মানুষ সমাজের নিয়ম-কানুন মেনে চলত না।

সমাজ তার নিজস্ব প্রয়োজনে ধর্মকে সৃষ্টি করে। ধর্মের বৈধতার ভিত্তিতে সমাজ তার নিয়মকে ব্যক্তির উপর চাপিয়ে দিতে পারে।

In a general way, it cannot be doubted that a society has all that is necessary to awaken in human minds the sensation of the divine, simply by the influence which it exerts over them; for to its members it is what a god is to his believers. A god, infact, is first and foremost a being whom men think of as superior to themselves in certain ways, and upon whom they believe that they depend. Whether it be a conscious personality, such as Zeus or Jahveh, or merely abstract forces such as those in play in totemism, the believer, in both cases, believes himself held to certain manners of acting which are imposed upon him by the nature of the sacred principle with which he feels he is in communion ... Now the modes of conduct to which society is strongly enough attached to impose them upon its members, are, by that very fact, marked with a distinctive sign which evokes respect.

- Emile Durkheim

- ধর্ম সামাজিকীকরণের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। আদিম সমাজে ধর্ম সমস্ত সমাজ জীবনকে ধরে রাখে।

  মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের হোপি উপজাতি মনে করে বিশ্ব-ব্রহ্মান্ড এক জীবনসমগ্র যার প্রত্যেকটি অংশ অন্যসব অংশের সাথে যুক্ত এবং অংশগুলো সমগ্রের মঙ্গলের জন্য কাজ করে। মানুষ তার ইচ্ছা-শক্তির জন্য অন্য সব কিছু থেকে ভিন্ন এবং এও অতিপ্রাকৃত বিধান। মানুষ তার প্রার্থনা, আচার ও শিল্প দ্বারা এই বিধানকে টিকিয়ে রাখে।

শুধু আদিম সমাজ নয়, বিশ্বের প্রধান ধর্মগুলো মানুষের জীবনে যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করে আছে। নৃবিজ্ঞানী গীর্য়টজ দেখিয়েছেন ইন্দোনেশিয়ার ইসলামী আচার কিভাবে জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত মুসলমানদের জীবনকে স্পর্শ করে আছে।

ধর্ম সমাজের নৈতিক আদর্শ, কিছু কিছু আইন এবং বিশেষ ধরনের শিক্ষার ভিত্তি হিসাবে কাজ করতে পারে। আমাদের দেশে উত্তরাধিকার আইন, মাদ্রাসাশিক্ষা এর উদাহরণ।

ধর্ম সামাজিক নিয়ন্ত্রণের বাহন হিসাবে ও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। পাপের ভয় এবং পাপের প্রতি ঘৃণা থেকে মানুষ অনেক কাজ করতে বিরত থাকে। খাবার, পোষাক থেকে শুরু করে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে মানুষ কিছু কিছু ধর্মীয় বিধি-নিষেধ মেনে চলে। ধর্ম অনেক কাজকে ভাল-মন্দ হিসাবে চিহ্নিত করে মন্দ কাজ থেকে বিরত থাকতে অনুপ্রেরণা যোগায়। এভাবে ধর্ম সামাজিক বিচ্যুতিকে বাধা দেয়।

ধর্মের কিছু নেতিবাচক ভূমিকাও সমাজবিজ্ঞানীরা লক্ষ্য করেছেন।

- কোন কোন ধর্ম অনেক সময় মানুষের মধ্যে নিয়তিবাদ সৃষ্টি করে এবং তাকে কর্মবিমুখ করে তোলে। নিয়তিবাদ মানুষকে শোষণ, অত্যাচার ও অনুন্নত অবস্থাকে স্বাভাবিকভাবে গ্রহণ করতে সাহায্য করে।

In Marx's words, `religion is the sigh of one oppressed creature, the sentiment of a heartless world and the soul of soulless conditions. It is the opium of the people'.

Religion acts as an opiate to dull the pain produced by oppression. It does nothing to solve the problem, it is simpley a misguided attempt to make life more bearable. As such, religion merely stupefies its adherents rather than bringing them the happines and fulfilment. In Lenin's words, `Religion is a kind of spiritual gin in which the slaves of capital drown their human shape and their claims to any decent life.' From a Marxian perspective, most religions movements originate in oppressed classes. Their social conditions provide the most fertile ground for the growth of new religions.Thus Engels argues that, 'Christiarnity was originally a movement of oppressed people; it first appeared as the religion of slaves and emancipated slaves, of poor people deprived of all rights, or peoples subjugated or dispersed by Rome.'

-Michael Haralambos

- ম্যাক্স ভেবারের মতে কোন কোন ধর্ম পরলৌকিক মুক্তির উপর অতিরিক্ত জোর দিয়ে জাগতিক জীবনে যুক্তিবদ্ধতায় বাধা প্রদান করে।
- ধর্ম বিজ্ঞানের বিকাশে অনেক ক্ষেত্রে বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারে। ইউরোপে আধুনিক যুগের শুরুতে ক্যাথলিক ধর্ম ও বিজ্ঞানের মধ্যে যথেষ্ট দ্বন্দ্ব ছিল। অবশ্য বিজ্ঞান ক্যাথলিক ধর্মের বাধাকে অতিক্রম করে এগিয়ে যেতে পেরেছিল।

সারাংশ

ধর্ম মানুষের বিশ্বাসে, আবেগে ও আচরণে, মানুষের পারস্পরিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে, আচার-অনুষ্ঠানে, এমনকি বিশেষ প্রতিষ্ঠানের উপরও প্রভাব বিস্তার সৃষ্টি করে। সমাজ জীবনে ব্যক্তি ও সমাজ এ দু'টি পর্যায়ে ধর্মের ভূমিকা লক্ষ্যণীয়। ধর্ম মানুষকে শঙ্কা ও দুঃশ্চিন্তা থেকে মুক্তি দেয়, জগৎ এবং জীবনকে একটি তাৎপর্যমন্ডিত সমগ্র হিসাবে তুলে ধরে এবং ব্যক্তির মধ্যে অনেক সময় অভূতপূর্ব আনন্দ এবং আত্ম-অতিক্রমনের অনুভূতি সৃষ্টি করে। এছাড়া সমাজের সংহতিতে ধর্মের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা বিদ্যমান যা সমাজবিজ্ঞানী দুরক্যাঁ দেখিয়েছেন।

ধর্ম সামাজিকীকরণের ক্ষেত্রে এবং সমাজ নিয়ন্ত্রণের বাহন হিসাবেও বিশেষ ভূমিকা রাখে। ধর্ম অনেক কাজকে ভাল-মন্দ হিসাবে চিহ্নিত করে মন্দ কাজ হতে বিরত থাকতে অনুপ্রেরণা যোগায়। ধর্মের কিছু নেতিবাচক ভূমিকাও লক্ষ্যণীয়। অনেক সময় মানুষের মধ্যে নিয়তিবাদ ও কর্মবিমুখতা ধর্মের কারণে সৃষ্টি হয়ে থাকে। তাছাড়া বিজ্ঞানের বিকাশে বাধা হয়েও দাঁড়াতে পারে। যেমনটি লক্ষ্যণীয় ছিল আধুনিক যুগের শুরুতে ক্যাথলিক ধর্মের ভূমিকায়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক ($\surd$) চিহ্ন দিন

১. সমাজ জীবনে ধর্মের ভূমিকা কয়টি পর্যায়ে লক্ষণীয়?

ক. ৩টি　　খ. ২টি

গ. ১টি　　ঘ. ৪টি

২. নিচের কোন উপজাতির মতে– "বিশ্ব-ব্রহ্মান্ড এক জীবন্ত সমগ্র যার প্রত্যেকটি অংশ অন্য সব অংশের সাথে যুক্ত এবং অংশগুলো সমগ্রের মঙ্গলের জন্য কাজ করে।"

ক. রেড ইন্ডিয়ান　　খ. হোপি

গ. উভয়ই　　ঘ. কোনটিই নয়

৩. ধর্ম সমাজের নৈতিক আদর্শ, কিছু কিছু আইন এবং বিশেষ ধরনের শিক্ষার ভিত্তি হিসাবে কাজ করতে পারে। বাংলাদেশে এর উদাহরণ হচ্ছে–

ক. উত্তরাধিকার আইন　　খ. মাদ্রাসা শিক্ষা

গ. উভয়ই　　ঘ. কোনটিই নয়

৪. 'ধর্ম বিজ্ঞানের বিকাশে বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারে'– এ উক্তিটির উপযুক্ত দৃষ্টান্ত কোনটির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য?

ক. প্রোটেস্ট্যান্ট ধর্ম ও বিজ্ঞান　　খ. ক্যাথলিক ধর্ম ও বিজ্ঞান

গ. উভয়ই　　ঘ. কোনটিই নয়

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. ব্যক্তি জীবনে ধর্মের ভূমিকা কি ?

২. ধর্মের নেতিবাচক ভূমিকাগুলো উল্লেখ করুন।

রচনামূলক প্রশ্নাবলী

১. সমাজ জীবনে ধর্মের ভূমিকা আলোচনা করুন।

২. "সামাজিকীকরণের ক্ষেত্রে ও সমাজ নিয়ন্ত্রণের বাহন হিসাবে ধর্মের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা থাকলেও, সমাজবিজ্ঞানীরা এর কিছু নেতিবাচক ভূমিকাও লক্ষ্য করেছেন।"- ব্যাখ্যা করুন।